খতীব ওবায়দুল হকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবি রুহুল আমিন খান

২ নভেম্বরের সাব এডিটারিয়ালে লিখিত খতীব ওবায়দুল হকের প্রশংসায় গদগদকণ্ঠ পঞ্চমুখ বন্ধু প্রবর মাওলানা কবি রুহুল আমীন খানের নিবন্ধটি পড়লাম।

তিনি লিখেছেন- "খতীব ছিলেন জাতির ধর্মীয় মুরুব্বী, ইসলামী ঐক্যের প্রতীক, নায়েবে নবী, বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ, হকের আওয়াজ বুলন্দকারী, মর্দে মুমীন, মর্দে মুজাহিদ, দ্বীনের নকীব"- ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমেই বলে নিতে চাই- কবি রুহুল আমিন খান এই নিবন্ধটি না লিখলেই ভাল করতেন। নিবন্ধটি লিখে তিনি নিজের পুরাতন গোপন পরিচয়কে জনসম্মুখে পুনঃ প্রকাশ করে দিলেন। তার মনের মূল আক্বিদা কি- তাও জানা গেল এ প্রবন্ধে। বাতিল ও কুফরীর প্রশংসা করা, তার পক্ষ অবলম্বন করা- সবই বাতিল ও কুফরীর শামিল।

এই খতীবের বিরুদ্ধে কবি রুহুল আমিন খান ইনকিলাব পত্রিকায় ১৯৯৭ সালে বহু লেখালেখি করে বলেছিলেন- "তার পিছনে নামায শুদ্ধ হবেনা, তিনি মিলাদুন্নবী বিরোধী, তিনি দেওবন্দের আসাদ মাদানীর এদেশীয় চেলা, অখন্ড বাংলার সমর্থক ও গোপন প্রচারক, ইত্যাদি। বর্তমানে কবি রুহুল আমীন খানের এই পরিবর্তন সত্যিই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। কবি রুহুল আমিন খানকে শর্ষিণার মুখপাত্র হিসাবেই মানুষ জানতো। আজ জানলো- তিনি হচ্ছেন দেওবন্দের মুখপাত্র।

খতীব ওবায়দুল হক পরবাসী হয়ে গেছেন - তাই তার বিরুদ্ধে কিছু বললেও তিনি জওয়াব দিতে পারবেন না। কিন্তু তার অতীতের সুন্নীবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে বাংলাদেশী ও প্রবাসী- কে না জানে? শত উদ্বেগ ছিল খতীবকে নিয়ে। তিনি জাতীয় মসজিদের খতিব পদে বসে যেসব অপকর্ম করেছেন এবং অপকর্মে সহায়তা করেছেন- তার ফিরিস্তি অনেক লম্বা। ধর্মীয় কারনেই এগুলো বলতে হচ্ছে।

১৯৯৭ সালে সুন্নী মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে বায়তুল মোকাররমে প্রথমবারের মত ঈদে মিলাদুন্নবীর যখন মাহফিল চলছিল এবং রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন যখন দাঁড়িয়ে ঈদে মিলাদুন্নবীর কথা বলছিলেন- তখন খতীব ওবায়দুল হকের উস্কানীতে চরমোনাইর মুরিদ ড্রাইভার দ্বীন মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতিকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করে মাহফিল পণ্ড করে দিয়েছিল। সেকথা জনগন ভুলে যায়নি। তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী মাওলানা নুরুল ইসলাম উক্ত খতীবকে সাময়িক বরখাস্তও করেছিলেন। পরে খতীবের দেশীয় ভাই আবদুস সামাদ আযাদকে ধরে গভীর রাতে শেখ হাসিনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তিনি পুনর্বহাল হন।

এই খতীব ওবায়দুল হক মিলাদুন্নবীকে খ্রিষ্টানদের খ্রীষ্টমাস উৎসবের সাথে তুলনা করে ঈদে মিলাদুন্নবীকে শিরিক ফতোয়া দিয়েছিল। এই খতীব আযানের পূর্বে দুরূদ ও সালাম পাঠ করাকে নাজায়েয ও শিরিক বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এই খতীব ইসলামের নামে সুদী ব্যাংকিং-কে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়ে প্রচুর আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছিলেন। এই খতীব শিয়াদের নিমক- খোরী করে তাদের প্রশংসা করে মানপত্র দিয়েছিলেন। এই খতীব সদাসর্বদা ইসলামী ফাউন্ডেশনকে ওহাবী মতবাদের পরামর্শ দিতেন। এই খতীব মৌদুদীদের সাথে সখ্যতা পোষন করে আপোষ করে চলতেন। তাই তারা খতীবের শোকসভা করেছে ঘটা করে ইঞ্জিনিয়ার্স হলে। খতিব ছিল জাতীয় মহা ক্ষতি। কবি রুহুল আমীন শর্ষিনাপন্থী হয়ে কি করে এই বাতিল ব্যক্তির প্রশংসায় এত পঞ্চমুখ হলেন? লোকেরা এখন শর্ষিণা সম্বন্ধে কি ভাববে? তাহলে কি তারা ভিতরে এক রকম এবং বাহিরে অন্য রকম? বাহিরে মিলাদপন্থী এবং ভিতরে দেওবন্দপন্থী?

কবি রুহুল আমিন সাহেব ইদানিং ওহাবী, সুন্নী, মওদুদী- সবার সাথেই ম্যানেজ করে চলছেন- কিসের মোহে- তা জানিনা। বাতিলকে বাতিল বলার সৎ সাহস থাকা চাই। হক ও বাতিলকে এক করে দেখা; সত্য ও মিথ্যাকে এক করারই শামিল।

যেই খতীব সুন্নীয়তের এত বড় ক্ষতি করে গেল- সেই খতীবকে কি করে তিনি "জাতির ধর্মীয় মুরুব্বী" ঘোষনা করার দুঃসাহস করলেন? ওবায়দুল হক দেওবন্দী- ওহাবীদের জাতীয় মুরুব্বী হতে পারেন- কিন্তু কবি সাহেবের মুরুব্বী হতে পারেন না। তাহলে জাতির ধর্মীয় মুরুব্বী বলা হলো কি কারনে? তিনি কি শর্ষিণা দরবারেরও ধর্মীয় মুরব্বী?

কবি রুহুল আমীন সাহেবের উক্ত প্রবন্ধে বুঝা যাচ্ছে- তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। তার মনের গোপন লালিত ছাত্রসংঘের আক্বিদাই এতে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে তিনি শর্ষিণা দরবারকেও প্রশ্নবিদ্ধ করলেন। তিনি যে শেষ পর্যন্ত ওহাবীদের সাথে মিশে যাবেন- এটা খুব আশ্চর্য বিষয় নয়। কেননা, তাঁর গোড়ায়ই রয়েছে মহা গলদ। একই পীরের দুই শাখা- কেহ কিয়ামী, কেহ লাকিয়ামী। প্রয়োজনে প্রমাণসহ পেশ করবো। সর্বশেষ একটি কথা মনে পড়ে-"ওয়াল বাতিলু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ"।

--সুন্নীবার্তা পর্যবেক্ষক।